চারটে সাতান্নতে সন্দীপ আমাকে নক করে, "গুড মর্নিং।"

কলকাতায় এখন নিশ্চয় সকাল। সকাল না হলেও ভোর। আমার ঘরে যতটুকু আলো তা মাথার উপরে ঝুঁকে থাকা দুটো এক ভোল্টের নাইট ল্যাম্পের দৌলতে। উঠে গিয়ে স্লাইডিং দরজার পর্দাদুটো দু'হাতে সরিয়ে দিয়ে কাচের বাইরে ঘন অন্ধকারকে দেখি। সেখানেও সূর্যের সাদা আলোর শুভাগমনের কোন বার্তা নেই। পর্দা আবার টেনে দিয়ে বিছানায় ফিরে আসি। রিলি পাশে ঘুমিয়ে আছে। সেকেন্ড শিফট করে রাত বারোটায় ঘরে ঢুকেছে সে।

দু'মিনিট পরে আমি ওকে উত্তর দিই, "এত রাতে!"

"তোমার কথা ভাবছিলাম।"

"কি কথা?"

"গতকাল আমাদের কোন কথা হল না...তারপর...আগের দিনের ইভেন্টগুলো..."

"ইভেন্টস?"

"হ্যাঁ, আগের দিন আমাদের মধ্যে যা যা হয়েছে সেসব..."

"কি করছ?" জিজ্ঞেস করে সে।

"কিছু না।"

"রাতে কি ঘুমিয়েছিলে? নাকি এখনও লিখছ?"

"না ঘুমিয়েছি না লিখছি।"

"তাহলে...?"

"তাহলে আর কি! কিছুই করিনি।"

"এখন কি ঘুমোতে চাও...?"

"জানি না।"

"কথা বলবে...?"

"কেন?"

"জানি না..."

"তাহলে আমিই বা কি করে জানব যে কি কারণে আমাদের কথা বলা উচিত?"

"হয়ত এই জন্যই যে আমি তোমার মিষ্টি আওয়াজটা অনুভব করতে চাই..."

"অনুভব করতে চান!"

"...আমার সঙ্গে কথা বলার সময় তোমার কোনকিছু ফীল হয় না...? তুমি কি রোবট?"

হয়, অনুভব হয়। অনেক কিছুই অনুভব হয়। সন্দীপ, তোমার সঙ্গে কথা বলার সময় আমার মন কেঁপে ওঠে। ভীষণ ভালবাসতে ইচ্ছে করে আমার তোমাকে। কিন্তু আমি সেই ইচ্ছেকে দমন করে রাখি। কেন রাখি সে তুমি বুঝবে না।

"হ্যাঁ...রোবট।"

"তুমি জানো কি ডেটিং সাইটগুলো আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স বেসড(কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক) রোবট তৈরি করার চেষ্টা করছে? তারা কথাবার্তা থেকে শুরু করে সবরকমভাবে মানুষকে এন্টারটেন করবে। বলো তো এমন হলে তখনকার অবস্থাটা কেমন হবে...?"

ইশ্ সন্দীপ, তুমি আবার শুরু করলে। শরীরের গঠন, লুক, ভালবাসাবাসি, ডেটিং, ফিলিং এসব ছাড়া অন্য কথা তুমি বেশি কেন বলো না? জানি ভালবাসা হলেই আমাদের বিয়ে হবে অথবা বিয়ে হলে ভালবাসা, তাই বলে যখন তখন আমাকে এত ঘাঁটিয়ে দেখার কি আছে!

"আমি এসব ব্যাপারে বেশি আগ্রহ রাখছি না। পৃথিবীতে অনেক ভালো জিনিসেরও আবিষ্কার হয়েছে। সেই জিনিসগুলো নিয়ে আমাদের চলা উচিত। যারা সভ্য তারা কোন অবস্থাতেই তাদের শালীনতা হারাতে পছন্দ করে না।"

"আমি যা বলতে চাইছি তা হল, অনেক লোক না জেনেই রোবটের সঙ্গে তাদের আবেগকে জড়িয়ে ফেলবে।"

"গঠনমূলক এবং বিনাশকারী আবিষ্কার তো সেই শুরু থেকেই পাশাপাশি হয়ে চলেছে। এটা আর নতুন কি! শুধু যুগের সঙ্গে তাল রেখে আবিষ্কারের প্রকৃতির পরিবর্তন হয়েছে এই যা। এটা তাদের সমস্যা যারা এই আবিষ্কারের সুবিধে নিতে চাইবে।"

"ঠিক বলেছ। দুনিয়া নষ্ট হয়ে যাবে। কেউ এর সঙ্গে নিজেকে অভিযোজিত করতে পারবে না। কে জানে, এখনও হয়ত এসব হচ্ছে!"

"এসব নিয়ে ভাবতে বসলে আপনার সেই প্রোফেসরজী এতগুলো জার্নাল পাবলিশ করতে পারতেন না।"

"লল," আমার কাছ থেকে শেখা লল আমায় ফেরত দেয় সন্দীপ।

"রোবটের কথা ভাবলে আপনিও আমাকে এত ভালবাসতে পারবেন না।"

"না, তেমন কিছু হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।"

"সম্ভাবনা আছে। দু'জনের সঙ্গে পাশাপাশি কি করে সম্পর্ক চালাবেন?" হাল্কা মজা প্রকাশ পেয়ে যায় আমার মেসেজে।

"রোবটের আবেগকে অনুভব করানোর জন্যই যদি মানুষ এতই উঠেপড়ে লেগেছে তাহলে আমার ফোনের উল্টোপাশে যে রোবট আছে তারও ইমোশনকে আজ আমি অনুভব করব...এবং এটাই হবে আমার আজকের চ্যালেঞ্জ..."

এবার আমি নিজেকে সত্যিকারের রোবট ভাবছি। আমি রোবট ওইপাশের মানুষটির আবেগকে আমার আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স দিয়ে বোঝার চেষ্টা করছি। বুঝলেই সেই আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্সই তৈরি করবে আমার কৃত্রিম আবেগ এবং আমি তা বিনিময় করব

তার সঙ্গে। জিতিয়ে দেব তাকে। কিন্তু সেই মানুষটি দু'মিনিটের মধ্যেই তার চ্যালেঞ্জ ভুলে আমাকে বিশ্রাম নিতে বলে। রাগ হয় আমার। কৃত্রিম রাগ। বলি, "আমি আপনার কে যে আমার বিশ্রামের খেয়াল আপনি রাখছেন? কল করুন।"

সন্দীও ভিডিও কল করতে পারে ভেবে এক মিনিটের মধ্যেই নাইট গাউন চেঞ্জ একটা কালো রঙের র‍্যাপ অ্যারাউন্ড লং স্কার্ট লাল রঙের হাতকাটা টপের সঙ্গে পরে ডাইনিং টেবিলে বসি। এই টপে দেখেই সন্দীপ আমায় একদিন বলেছিল, বাহ্, তোমাকে তো লাল রঙ বেশ মানিয়েছে। আমি তোমাকে এমনই একটা ড্রেসে আশা করেছিলাম। পার্কিং-এ গাড়ির সামনে একটা লাল টপ পরে দাঁড়ানো যে ডিসপ্লে পিকচারটা হোয়াটসআপে আপলোড করেছিলে সেটা আমার খুব ভালো লেগেছিল। তাই মনে হয়েছিল তোমাকে আজ লাল রঙেরই টপ পরতে বলব।

সন্দীপ আমার পোশাক নিয়ে কথা বলাতে আমার অসুবিধে হয়েছিল। একটু হলেও হয়েছিল। ওর কথা, ব্যবহারের সঙ্গে আমি ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হচ্ছি। সময় তো একটু লাগবেই। কিন্তু সন্দীপ যদি সময়ের খেয়াল না রাখে, আমাকে সহজ করার জন্য তাড়াহুড়ো করে আরও কিছু বলে ফেলে তাহলে আমার মুখের অভিব্যক্তিতে যে পরিবর্তন আসবে—মুখ লজ্জায় টপের মতো লাল হয়ে যাবে অথবা ঘৃণায় র‍্যাপ অ্যারাউন্ড লং স্কার্ট-এর মতো কালো—যা-ই হোক তা আমি ওকে দেখাতে চাই না। সন্দীপের সামনে কিছুই হয়নি এমন একটা ভাব নিয়ে আবার দাঁড়াতে চাই। তাই এই সতর্কতা অবলম্বন।

সন্দীপের পোশাক নিয়ে আমার কখনও কোন মন্তব্য থাকে না। মন্তব্য করার সুযোগও অবশ্য নেই। সে রোজই হাতকাটা গেঞ্জি পরে থাকে। নিচে খুব সম্ভব বারমুডা। সাদা রঙের। কলকাতার পাগল করা গরমে সে যে খালি গায়ে থাকে না এটাই অনেক। তাই আমি ধন্য।

সন্দীপ ভয়েস কল করে। কল রিসিভ করে আমি মোবাইলটা কানের কাছে ধরি। সে বলে, "হ্যালো।"

"বলুন।"

"তুমি বলো...," মিষ্টি টান দিয়ে বলে সে।

কোন উত্তর নেই আমার।

"কি হল? ব-লো," অনেক টানা ঢেউ খেলানো গলা এবার। মনে হল অনেক স্নেহ মেশানো।

খুব আস্তে বলি, "কি বলব?"

"কিছু তো বলো," আবার সেই টান। তবু আমি কিছু বলি না।

"ভাবলাম মনের মতো একজনকে পেলাম। কিন্তু সে তো কোন কথাই বলছে না।"

"আপনি বলুন।"

"তুমি কি এখনও রেগে আছ আমার ওপর।"

"না না।"

"তাহলে এত চুপচাপ যে?"

"কথা খুঁজে পাচ্ছি না।"

"আচ্ছা, তুমি ডিসপ্লের ছবিতে যে ড্রেসটা পরেছ তাকে কি বলে?"

"অফ শোল্ডার ম্যাক্সি ড্রেস।"

"এখন কি পরে আছ?"

"লাল রঙের টপ। তুমি দেখেছ এটা।"

"তোমার এই লাল টপের সঙ্গে ওই ড্রেসটার গলার ডিজাইনের মধ্যে কোন পার্থক্য তুমি দেখতে পাও না?"

"পাই।"

"কি সেটা?"

"অফ শোল্ডারের গলাটা একটু বড়।"

"ঠিক তাই। ম্যাক্সির গলাটা একটু নিচে নেমে এসেছে। ধরো তোমার কোন ড্রেসের গলা আরেকটু বড় হল...আরেকটু...আরেকটু...গলা বড় হতে হতে একেবারে তোমার নিপ্‌ল-এর নিচে নেমে এল...," তিন থেকে চার সেকেন্ডের নীরবতা। নীরবতা কথাটিকে বারবার আমার কানে প্রতিধ্বনিত হওয়ার জন্য সময় দেয়। বারবার প্রতিধ্বনিত হওয়া কথা আমাকে আসলে সন্দীপের একবারে বুকের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে থামিয়ে দিল নাকি ওর সঙ্গে আমার এই দু'হাজার কিলোমিটারের দূরত্বটাকে আরও বাড়িয়ে দুগুণ করে দিল তা অনুভব করতে বলে। কিন্তু আমি কিছুই অনুভব করতে পারি না। আমার স্নায়ুতন্ত্র ঠিকমতো কাজই করছে না। অ্যাড্রিনালের ক্ষরণও বোধ হয় ঠিকমত হচ্ছে না। তিন চার সেকেন্ড বাদে সন্দীপ বলে, "কি এসে যায় তাতে?"

কি এসে যায় তাতে? তাই তো! কি এসে যায়! কিচ্ছু এসে যায় না। না না এসে যায়। অবশ্যই এসে যায়। ইশ্, কি বলছেন সন্দীপ! আমাকে যে গুঁড়িয়ে দিলেন একেবারে। আপনি এসব কথা বলে আপনার সঙ্গে আমার কি ধরণের দূরত্ব কমাতে চাইছেন? আমরা তো এখনও পর্যন্ত...

সন্দীপ বলে, "কিছুই এসে যায় না। এটা লোকের পারসেপশন...যে যেভাবে ব্যাখ্যা করবে। ছেলেদের খালি গায়ে থাকাতে, ঘুরে বেড়ানোতে কোন দোষ নেই কিন্তু একই জিনিস মেয়েদের ক্ষেত্রে আইনত অপরাধ বলে মানা হয় এবং এটা নিয়ে কথাও উঠেছে..."

হ্যাঁ, আমি অনেক বছর আগেই শুনেছি। কিন্তু এটা হতে পারে না। হতেই পারে না। সমানাধিকার দাবির রাস্তায় চলতে চলতে এটা নিয়েও যদি আমরা লড়াই শুরু করি...না না...তাহলে তো সৃষ্টিকর্তার কাছেও অভিযোগ রাখতে হবে...আন্দোলন শুরু করতে হবে...

"তুমি হয়ত জানো না কিন্তু আমি জানি। আমি একজন পুরুষ তাই পুরুষদের ধর্ম আমার খুব ভালমত জানা আছে। একজন পুরুষ রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে যখন কোন মহিলাকে দেখে তখন সবার প্রথমে তার চোখ যায় মহিলাটির ব্রেস্ট-এর উপর। শুনতে তোমার ভালো না লাগলেও এটাই সত্যি। কিন্তু ব্রেস্ট-এ চোখ গেলেই যে সব পুরুষ একইভাবে খারাপ ভাবতে শুরু করে তা নয়। এখানেও সেই একই কথা আসছে—পারসেপশন। কাজেই তোমাকে ফ্রক পরে দেখতে চাইলেই যে তোমাকে নিয়ে আমি খারাপ কিছু ভাবতে শুরু করব তা নাও হতে পারে।"

আমি উত্তর দেওয়ার কিছু খুঁজেই পাই না। সন্দীপ কিভাবে যে আমাকে কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছি না। আমার শুধু মনে হচ্ছে সে আমাকে সম্মোহিত করে রেখেছে। আমাকে যা শুনতে বলছে আমি তাই-ই শুনছি, আমাকে যা বুঝতে বলছে আমি তাই-ই বুঝছি, আমাকে যা করতে বলছে সে আমি তাই-ই করছি। কোনকিছু পছন্দ না হলে প্রতিবাদ করতে চেয়েও পারছি না। ভাবছি, কথা তৈরি হচ্ছে পেটে কিন্তু মুখ খুলছে না। বাইরে বেরোতে পারছে না কথা। ভাগ্যক্রমে আজ আমি সন্দীপের থেকে অনেক দূরে বসে আছি। নইলে এখন কোথায় ডুবে যেতাম কে জানে!

"তুমি তো সেক্স-এর কথা শুনতে পছন্দ করো না।"

"না, একদমই পছন্দ করি না।"

"কিন্তু আজ আমি সেক্স নিয়েই তোমাকে কিছু কথা বলতে চাই।"

"না প্লীজ..." আমার সচেতনতা ধীরে ধীরে ফিরে আসছে মনে হয়।

"না তোমাকে শুনতেই হবে।"

আমি আবার সম্মোহিত হতে থাকি। ফোনে কান পেতে অপেক্ষা করি সে কি বলে তা শোনার জন্য।